প্রতিবন্ধীদের জন্য সংবেদনশীল পিআরএসপি চাই

লিখেছেন **সাইফুল হাসান**

দারিদ্র্য যেকোনো রাষ্ট্রের জন্যই মাথাব্যথার কারণ। উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা দারিদ্র্য। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো দীর্ঘ সময় ধরে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। মানব উন্নয়ন সূচককে ওপরের দিকে নিয়ে যেতে হলে দারিদ্র্য বিমোচন করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা সংস্থার সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য সরকার দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়ন করছে। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত পিআরএসপি তৈরি হবে। ইতিমধ্যেই পিআরএসপি নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে কথা উঠেছে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন হবে খুবই ভালো কথা। পিআরএসপি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই দলিলের ভিত্তিতে আগামী বছর থেকে বাজেট হবে। জাতিসংঘের মিলেনিয়াম গোল অর্জনের ক্ষেত্রে পিআরএসপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সে ক্ষেত্রে দেশের সব মহলের মতামত পিআরএসপিতে প্রতিফলিত হবে এটা সবাই প্রত্যাশা করে। বাস্তবে সেটা ঘটেনি। বর্তমানে সরকার গুরুত্ব সহকারে পিআরএসপি প্রণয়নের চেষ্টা করছে। এখন পর্যন্ত পিআরএসপির ১২টি পেপার তৈরি হয়েছে। চূড়ান্ত পেপার তৈরির কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত যতগুলো পেপার তৈরি হয়েছে তাতে দেশের সব জনগোষ্ঠীর মতামত প্রতিফলিত হয়নি। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ। পিআরএসপিতে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মতামত প্রতিফলিত হয়নি। অর্থাৎ ১ কোটি ৪০ লাখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলের বাইরে রাখা হয়েছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। মোট প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার মাত্র ৪ ভাগ শিক্ষার সুযোগ পায়। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকার প্রায় সীমিত বলা যায়। এখন বিশাল এই জনগোষ্ঠীকে যখন পিআরএসপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না তখন দারিদ্র্য বিমোচন কিভাবে হবে? সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন ওঠে পিআরএসপি কোন ধরনের দারিদ্র্যকে বিমোচিত করবে?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইস্যুগুলো পিআরএসপিতে অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য বেসরকারি সংগঠনগুলো কাজ করছে। এডিডি বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। জাতিসংঘ মিলেনিয়াম গোল পূরণ করার জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রতি অর্থবছরে ব্যয় করবে। এখন পিআরএসপিতে প্রতিবন্ধীদের ইস্যুগুলো অন্তর্ভুক্ত করা না গেলে পরবর্তী বাজেটে সরকার চাইলেও প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ দিতে পারবে না। কারণ সরকারকে বাজেটের ক্ষেত্রে অবশ্যই পিআরএসপি মেনে চলতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইস্যুগুলো বিশাল ও ব্যাপক। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পিআরএসপিতে প্রতিবন্ধীদের ইস্যু নিয়ে কাজ করলেও আরও ব্যাপকভাবে ইস্যুগুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

পেছনে থাকা একটি জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য শুধু একটি মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়। এজন্য সরকারের সবগুলো মন্ত্রণালয় ও নীতি প্রতিবন্ধী বান্ধব হওয়া প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে শুধু সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। যেমন বাসে আসন সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। দেশের বৃহত্তম একটি জনগোষ্ঠীকে পিআরএসপিতে যদি সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হয় তবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

১৪ আগস্ট এলজিআরডি অডিটরিয়ামে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংবেদনশীল পিআরএসপির সন্ধানে' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এডিডি বাংলাদেশ ও উন্নয়ন সমন্বয় যৌথভাবে এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। উন্নয়ন সমন্বয়ের চেয়ারম্যান ড. আতিউর রহমান বৈঠকে পেপার উপস্থাপন করেন। এডিডি

বাংলাদেশের সহযোগিতায় উন্নয়ন সমন্বয় এডিডির ২৩টি কর্মএলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করে। এসব বৈঠকে উপস্থিত ৭৪ শতাংশ প্রতিবন্ধী ও ২৬ শতাংশ অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এসব বৈঠকে তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরে। তার ভিত্তিতে উন্নয়ন সমন্বয় দীর্ঘ সুপারিশ পিআরএসপিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তুলে ধরেন। এই গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী শাহ মোহাম্মদ আবুল হোসেন। উন্নয়ন সমন্বয়ের চেয়ারম্যান ড. আতিউর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, 'পিআরএসপি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই দলিলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুপারিশগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। রাষ্ট্র থেকে যদি দারিদ্র্য দূর করতে হয়, দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হয় তবে অবশ্যই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সব ইস্যুকে পিআরএসপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের অধিকাংশ শুধু দরিদ্র নয়, দরিদ্রতর বটে। প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, রাস্তার শিশু এরা সাবই মিসিং গ্রুপ। সরকারের নরমাল পলিসিতে তাদের কথাগুলো প্রতিফলিত হয় না। তাদেরকে মূল ধারায় আনতে হবে। এসব গ্রুপের জন্য আলাদা বরাদ্দ থাকা উচিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাওয়া পিআরএসপিতে যেন তাদের কথাগুলোর প্রতিফলন ঘটে। সুতরাং আজকে যখন দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকার ১৩ নম্বর থিমেটিক পেপার হচ্ছে, সেখানে ইস্যুগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আমরা আশা করি।' এডিডি বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ মোশাররফ হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, 'সরকার পিআরএসপি করছে কিন্তু সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইস্যুগুলো নেই। আমরা আশা করি, চূড়ান্ত পিআরএসপিতে আমাদের ইস্যুগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মাত্র ৪ ভাগ শিক্ষার সুযোগ পায়, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সীমিত, এবারের বন্যায় ৩৩ লাখ প্রতিবন্ধী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাষ্ট্র, সমাজের কোনো কিছুই প্রতিবন্ধী বান্ধব নয়। দরিদ্র নিরসন করতে চাইলে প্রতিবন্ধীদের সমস্যার সমাধান অবশ্যই করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও সমাজের অংশ, রাষ্ট্রের নাগরিক। তাদের ইস্যুগুলোকে স্বীকার করে, সেগুলো সমাধানের জন্য সরকার এগিয়ে না গেলে যে মহৎ উদ্দেশ্যে পিআরএসপি করা হচ্ছে তা ব্যাহত হবে।' গোলটেবিলের প্রধান অতিথিও উপস্থিত বক্তাদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন, গৃহ, সড়ক ও পরিবহন, খাদ্য নিরাপত্তা, মাইক্রোক্রেডিট, চাকরির ব্যবস্থা, বিনোদনের ব্যবস্থাসহ দীর্ঘ সুপারিশমালা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তুলে ধরেন।

জনকল্যাণমূলক পিআরএসপি সবার প্রত্যাশা। প্রতিবন্ধীরা তাদের জন্য সংবেদনশীল পিআরএসপি'র কথা বলছে। গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত তানজিলা নামক একজন বলেন, 'রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় সব সুবিধা পাবার অধিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আছে। যেহেতু তারা সুবিধাবঞ্চিত, বৈষম্য তাদের প্রতি প্রকট, জীবনকে সামনে নেবার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা যাদের সঙ্গী তাদের অবশ্যই বিশেষ জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এ কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন চাইলে অবশ্যই পিরআরএসপিতে তাদের ইস্যুগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পিআরএসপি যেহেতু আগামী দিনে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান দলিল হবে, তাই সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাই, তারা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইস্যুগুলো গুরুত্বসহকারে পিআরএসপিতে নিয়ে আসেন।' বগুড়া থেকে আগত প্রতিবন্ধী নেত্রী রঞ্জনা বলেন, 'কাজের ক্ষেত্রে সিভিল সার্জনরা আমাদের আশ্বাস দিলেও আমরা যখন কাউকে নিয়ে যাই, তখন ডাক্তারদের পাওয়া যায় না। ডাক্তার থাকলেও তারা আমাদের গুরুত্ব দেয় না।' এ কারণে প্রতিবন্ধীরা সুপারিশ করেছে, দেশের প্রতিটি হাসপাতালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা কাউন্টার এবং তাদের জন্য প্রশিক্ষিত ডাক্তারের। এখন পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেখে। প্রতিবন্ধীরা দাবি করেছে, তাদের শিক্ষার দায়িত্ব যেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দরিদ্র, তাদের কাজের সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই গোলটেবিলে সুপারিশ করা হয়, সরকারি পুকুর বা যে জলমহালগুলো আছে সেগুলো যেন প্রতিবন্ধীদের লিজ দেয়া হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৎস্য চাষের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থার ওপরও জোর দেয়া হয়। অন্যদিকে সরকারের খাস জমিও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করার সুপারিশ করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গৃহে স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার কথাও বলা হয়। তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সবচেয়ে ভালো করার সম্ভাবনা আছে। কারণ ঘরে বসেই তারা এ কাজ করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যদিকে নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনা

গড়ে তোলার প্রতিও প্রতিবন্ধীরা জোর দেন। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের আওতায়ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

অর্থাৎ সরকারের প্রতিটি সেক্টরকে প্রতিবন্ধী বান্ধব করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য সংবেদনশীল পিআরএসপির গুরুত্ব এখানেই। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে হলে সরকারকে অবশ্যই সব জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র তখনই সার্থক হবে যখন সেখানে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলোর ইস্যুগুলো গুরুত্বসহকারে প্রতিফলিত হবে। সরকারি নীতি যত বেশি প্রতিবন্ধী বান্ধব হবে, তত বেশি তারা উন্নয়নের মূল ধারায় ফিরবে। সরকারসহ সব মহল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইস্যুগুলো পিআরএসপিতে প্রতিফলিত করার কাজে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবে সেটাই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী প্রত্যাশা করে।